بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণায় তাঁর প্রেরিত যুদ্ধাভিযানগুলির ঈমান উদ্দীপক বিবরণ ।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৮ জুলাই, ২০২২ ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের মুরতাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একাদশতম অভিযান সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন,

তিনি **হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়া** (রা.) কে একটি পতাকা দিয়ে তাকে নির্দেশ দেন; তিনি যেন **আসওয়াদ আনসীর** বাহিনীর সাথে লড়াই করেন এবং **আবনাদের** সাহায্য করেন; যাদের বিরুদ্ধে **কায়েস বিন মাকশূহ** ও ইয়েমেনের অন্যান্য বিদ্রোহীরা আক্রমণোদ্যত ছিল। এখানে কাজ শেষ হলে **কিন্দা** গোত্রের সাথে লড়াইয়ের জন্য **হাযার মওত** যাবার নির্দেশও দিয়েছিলেন। হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়া (রা.) ছিলেন **উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)**'র ভাই। তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অসন্তুষ্টি দূর হয়ে যাওয়ার পর নবীজী (সা.) তাকে কিন্দা গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। অবশ্য মুহাজির অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তখন যেতে পারেন নি, বরং **যিয়াদ (রা.)** কে তার স্থলে দায়িত্ব পালন করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তিতে হয়রত আবু বকর (রা.) তাকে **নাজরান** থেকে ইয়েমেনের শেষ সীমানা পর্যন্ত শাসক নিযুক্ত করেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী; মহানবী (সা.) কে স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই নবুয়্যতের দু'জন মিথ্যা দাবীদার (**সানাআ নিবাসী আসওয়াদ আনসী** এবং **ইয়ামামা নিবাসী মুসায়লামা কায্যাব**)'র

প্রকাশিত হওয়ার বিষয়ে অবগত করে দেওয়া হয়েছিল।

মহানবী (সা.) পারস্য-সম্রাট কিসরাকে তবলীগি পত্র প্রেরণ করলে সে ক্রোধে জ্বলে ওঠে; এবং তার অধীন ইয়েমেনের গভর্নর বা'যানকে নির্দেশ দেয়, সে যেন মহানবী (সা.)-কে শিরচ্ছেদ করে ছিন্ন মস্তক নিয়ে তার দরবারে হাজির হয়। বা'যান দুই ব্যক্তিকে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠায়। কিন্তু তিনি (সা.) তাদের বলেন; আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, তোমাদের বাদশাহকে তার পুত্র শেরাভিয়া হত্যা করেছে এবং তার জায়গায় সে নিজে বাদশাহ হয়ে গেছে। সেই সাথে মহানবী (সা.) বা'যানকে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে বলেন; যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে ইয়েমেনের নির্ধারিত আমীর রাখা হবে। এটা শুনে ঐ দু'জন ফিরে যায়; এবং বা'যানকে বিস্তারিত জানায়। একই সময়ে বা'যান খবর পেয়েছিলেন যে এটি সত্যিই ঘটেছে। তিনি যখন এটি পুরো হতে দেখেন; তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁকে ইয়েমেনের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

বা'যান-এর মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) তাঁর আমীরগণকে ইয়েমেনের বিভিন্ন স্থানের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইয়েমেনের দক্ষিণে বসবাসকারী জাদুকর আসওয়াদ জাদুর কলাকৌশল, ছন্দময় বক্তৃতা এবং সুরেলা কথাবার্তার কারণে খুব তাড়াতাড়ি লোকেদের দৃষ্টি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করত। সে নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবীও করে বসে। যার ফলে অনেক সরল এবং মূর্খ মানুষ তার দলে যোগ দেয়। তার বক্তব্য ছিল-ইয়েমেন শুধু ইয়েমেনবাসীদের, এই উগ্র জাতীয়াবাদী স্লোগানও অনেককে আকৃষ্ট করেছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন; এই স্লোগান খুবই পুরানো, আজও এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে নিবর্তমান অশান্তির মূল কারণও এটি।

এই দুশ্চিন্তাজনক সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছয়; মহানবী (সা.) মোতার শহীদদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং উত্তর থেকে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যেখানে হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রা.)'র বাহিনীকে প্রস্তুত করছিলেন; তিনি (সা.) ইয়েমেনের সরদারদের নামে পয়গাম পাঠান যে তারা ব্যক্তিগতভাবে যেন আসওয়াদের মোকাবিলা অব্যাহত রাখে। ওসামার বাহিনী যখনই বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবে তাকে ইয়েমেন অভিমুখে পাঠানো হবে।

সেসময় হাযার মাওত এবং ইয়েমেনের মুসলমানদের কাছে মহানবী (সা.)'র পত্র পৌঁছয়; যার মধ্যে আসওয়াদ আনসীর সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে হযরত মা'য বিন জাবাল (রা.) দন্ডায়মান হন আর এতে মুসলমানদের মনোবল দৃঢ়তা লাভ করে। জিশনিস (জুশায়শ) দেলমী বলেন; ওয়াব্‌র বিন ইউাহান্নাস রসূলুল্লাহ (সা.)'র পত্র নিয়ে আমাদের কাছে আসেন; যার মধ্যে তিনি (সা.) আমাদেরকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আর যুদ্ধ বা কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে আসওয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেন এবং তাঁর পয়গাম তাদের পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সমর্থনের জন্য প্রস্তুত। আমরা তাঁর (সা.)-এর নির্দেশ মান্য করি কিন্তু আমরা দেখলাম যে আসওয়াদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করা খুব কঠিন বিষয়।

জিশনিস দেলমী বর্ণনা করেন; আমরা একটি কথা জানতে পারি যে আসওয়াদ এবং আমর বিন মা'দি কারব এর ভাগনা কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস বিন মাকশূহ-এর মাঝে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে; তাই আমরা ভাবলাম যে কায়েস যেহেতু এখন নিজের প্রাণের ব্যাপারে চিন্তিত; তাই আমরা তাকে

ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই এবং মহানবী (সা.)'র বাণী তাকে পৌঁছে দিই; তার মনে হল আমরা যেন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছি। সে তৎক্ষণাৎ আমাদের কথা মান্য করে। এছাড়া অন্যান্য লোকেদের সাথেও আমরা পত্রালাপ করতে থাকি। বিভিন্ন গোত্রের নেতারাও আসওয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে ছিল। একইভাবে মহানবী (সা.) নাজরানবাসীদেরকে আসওয়াদের বিষয়ে লিখেছিলেন; তারাও আপনার কথা মান্য করেছিল। যখন এই সংবাদ আসওয়াদের কানে পৌঁছয় সে তার ধ্বংস প্রত্যক্ষ করতে থাকে।

জিশনিস দেলমীর মাথায় এক পরিকল্পনা আসে; সে আসওয়াদের স্ত্রী আযাদের কাছে আসেন এবং আসওয়াদের হাতে তাঁর প্রথম স্বামী হযরত শাহার বিন বাযান (রা.)-এর শাহাদত, তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যা, তাদের লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে আসওয়াদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তিনি সানন্দে তাতে সায় দেন। অতঃপর একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা আর আযাদ-এর সাহায্য নিয়ে আসওয়াদ আনসীকে এক রাতে তার প্রসাদে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে তিন মাস, অন্য একটি বক্তব্য অনুযায়ী চার মাস ধরে চলা এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

এর পরে সানা'য় পূর্বের ন্যায় মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদে ইয়েমেনে পুনরায় বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। শান্ত পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে ওঠে। যোগ্য, দৃঢ়চেতা এবং জাতির প্রতি নিবেদিত কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস পুনরায় ইসলাম বিমুখ হয়ে ওঠে। ইয়েমেনে পারস্য রাজত্যকে সে কখনও পছন্দ করত না। এটাকে ধ্বংস করে সে আবনার সচ্ছলতা, তাদের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে সে ধূলিসাৎ করতে চেয়েছিল। এক সফল সেনাপতি সে পূর্বেই ছিল, সে আসওয়াদের সামরিক নেতাদের সাথে শলা পরামর্শ করে আবনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার ষড়যন্ত্র করে। ফায়রুয এবং দাযভিয়ার সাথে সে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে। ধোঁকা দিয়ে সে দাযভিয়াকে হত্যা করে আর ফায়রুয সামান্যর জন্য বেঁচে যান। ফায়রুয হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র লিখে তার ও আবনাদের আনুগত্যের কথা জানিয়ে কায়েসের বিরুদ্ধে সাহায্য চান। সাথে জানান যে ইসলামের জন্য সর্ব প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের জন্য তারা প্রস্তুত।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর গঠিত এগারোটি বাহিনীর মধ্যে তাঁর সর্বশেষ বাহিনী যা মদীনা থেকে ইয়েমেনের অভিমুখে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাঁর বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। এই বিশাল বাহিনী সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

খুতবা সানীয়ার পূর্বে হুযুর আনোয়ার আমর বিন মা'দি কারব এবং কায়েস বিন মাকশূহ-এর গ্রেফতারী, হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে তাদের প্রেরণ, বিচার এবং এরপর ক্ষমা ও মুক্ত হওয়ার পর তাদের গোত্রের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাদের মুক্ত হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে সংঘটিত প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 8 July 2022 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission .....................*P.O*......................... *Distt*.........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

 অনুবাদ ও সম্পাদনায়: বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান